মুদ্রাদোষ

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

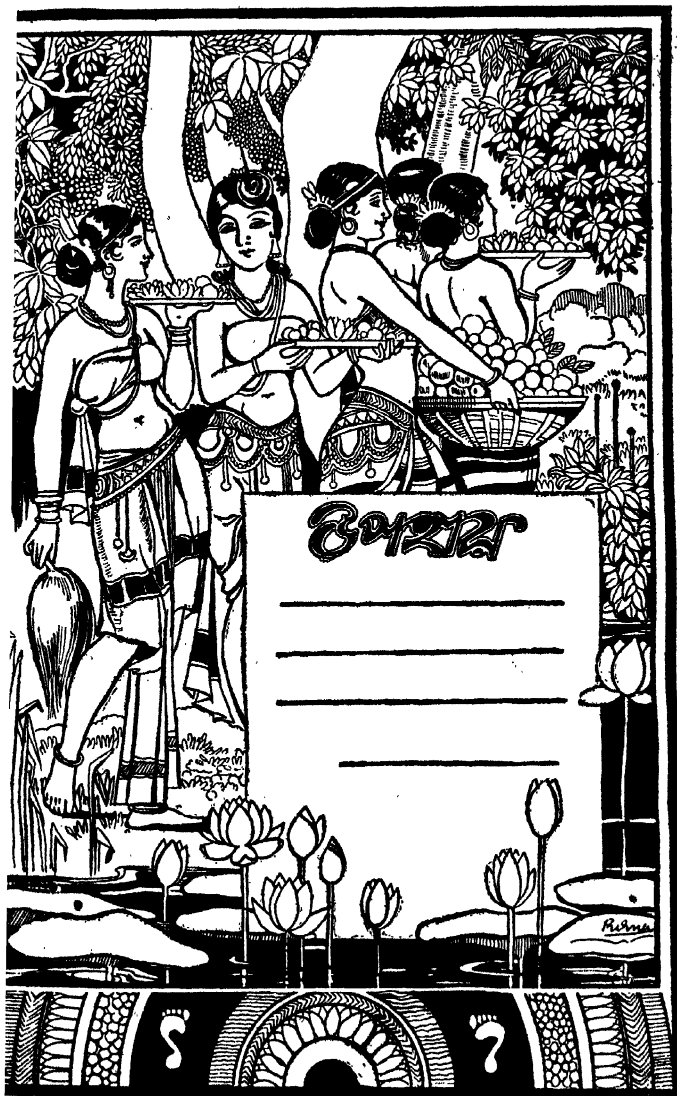
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

১৩৩৬—মাঘ

দেড় টাকা

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা


উপহার

শ্রীযুক্ত স্যার্ হরিশঙ্কর পাল, কে, টি,

সোদরপ্রতিম শঙ্কর,

তোমার সম্মানে আমরা সকলেই আনন্দিত। এই আনন্দের দিনে, "হুদ্দাদার"কে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

১লা জানুয়ারী
১৯৩০।

তারকনাথ

কৈফিয়ৎ

"হুদ্দাদার" কথাটা কিছু খটমট ; সম্ভবতঃ ইহা ফারশী হইতে গৃহীত। এ কথাটি কোথা হইতে আসিল, তাহা লইয়া সময় নষ্ট না করিয়া, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে এ কথাটি চল্‌তি কথা। ইহা, বাঙ্গলা "অধিকার" কথার নামান্তর মাত্র। ইংরাজীতে ইহার ভাব বলিতে গেলে Jurisdiction কথাটি সমীচীন। বাঙ্গালা ভাষায় "দার" দিয়া অনেকগুলি কথা প্রচলিত আছে, যেমন "জামিন্‌দার" "জমাদার" "খরিদ্দার" ইত্যাদি। সেই আদর্শ লইয়া বলিতে গেলে হুদ্দাদার কথায় বুঝায়, যাহার কোন বিষয়ে অধিকার আছে, অর্থাৎ যাহার Jurisdictionএর অধীনে আসা যায়। মনুষ্য সমাজ অনেক লোক লইয়া গঠিত, প্রত্যেকেরই অন্য কতকগুলি ব্যক্তির উপর অধিকার আছে, যেমন ডাক্তারের অধিকার রোগীর উপর, উকিলের অধিকার মক্কেলের উপর, গুরু-পুরুতের অধিকার শিষ্যের উপর, ইত্যাদি। মানুষ একা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যই অপর মনুষ্যের সহিত কিছু না কিছু বিশিষ্ট সম্বন্ধদ্বারা আকৃষ্ট। এই সম্বন্ধগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিলেই, সমাজের মঙ্গল। আর অধিকার সূত্রে, বেশী চাপ দিলেই, সমাজের

অমঙ্গল। আমাদের সমাজের যে বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই, অন্য কাহাকেও আপন অধিকারের মধ্যে পাইলেই অর্থাৎ তাহার হৃদ্দাভুক্ত হইলেই, চাপ দিয়া থাকে। সেই চাপ বা নিষ্পেষণ অনেক স্থলে নির্ম্মম হইয়া দাঁড়ায়। আপনার কন্যার সহিত অপর একটী লোকের পুত্রের বিবাহ দিলেন। আমাদের হিন্দু সমাজ, অধুনা যেরূপভাবে গঠিত, তাহাতে কন্যার বাপ, অমনি বরের বাপের করতলভুক্ত হইলেন। ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়াই থাকে। পোকা-মাকড় সেই জালের মধ্যে পড়িলে, তাহার আর উদ্ধার নাই, সে যেমন ঊর্ণনাভের ভক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ কন্যার পিতা, বিবাহের পর, বরের বাপের খেলার পুতুল হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে ইচ্ছামত, ক'নের বাপকে লইয়া খেলা করিতে পারে। অনেক সময় বরের বাপের খেলা, ক'নের বাপের মৃত্যু। সেইরূপ ডাক্তারের হাতে রোগী ও তাহার আত্মীয় এবং উকিল কৌন্সুলীর হাতেও তেমনি মক্কেল ও তাহার আত্মীয়; কিন্তু হায় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যাঁহার হাতে তিনি খেলার পুতুল, তিনি আবার তেমনি অন্যের হাতে খেলার পুতুল। তবে এইরূপ লুকোচুরি খেলাতে আমরা কেন সকলেই নিষ্পেষিত হই? আমি যেমন অপরের উপর,

সময়ে সময়ে সুবিধা বিস্তার করিয়া লইতে পারি, তেমনি আমার উপর অন্যেও বিশেষ সুবিধা বিস্তার করিয়া থাকেন। তাঁহার যেখানে সুবিধা, আমার সেখানে অসুবিধা। সেই সুবিধার নির্ম্মম নিষ্পেষণে আমি অনেক সময়ে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি, "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়ি। এরূপ নিষ্ঠুর বন্ধনে, আমার উদ্ধার নাই বলিলেও চলে। এরূপ হয় কেন ? হইবার কারণই বা কি ? কারণ আর কিছুই নহে— **অন্যায় প্রভূত ধনলিপ্সা ও ধর্ম্মহীন শিক্ষা।** "যেন তেন প্রকারেণ" অর্থ আসা চাই। অবৈধ উপায়ে অর্থাগম চিরকাল অশান্তির আকর হইয়া দাঁড়ায়, সেই অর্থাগমের জন্য যদি মনুষ্যত্বের দাবী ডুবাইয়া দিতে হয়, হৃদয়তন্ত্রী ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তাহা হয় হউক, তবুও অর্থাগম চাই। আর সেই অবৈধ অর্থাগমের জন্য অন্যের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন, তাহা না হইলে অর্থাগমের পথ সরল হয় না। সকলেই জানে, আজ যিনি হুদ্দাদার, কাল অপরে তাহার উপর হুদ্দাদার। তাহা জানিয়াও হুদ্দাদার অবস্থায় তিনি অত্যাচার করিতে ভুলেন না। প্রত্যহ সমাজের চতুষ্পার্শ্বেই দেখিতেছি, যে ঐরূপ কঠোর ব্যবহারে আমরা মর্ম্মাহত হইব ; ইহাই কথঞ্চিৎ দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের প্রবর্ত্তন করিলাম।

দ্বিতীয় কথা। যেটি লিখিলাম, সেটি পদ্য না গদ্য। পদ্যের বন্ধনে অনেক সময় ভাবের ও ভাষার উপর বিশেষ চাপ পড়ে। কোথাও যতি পতন, কোথাও বা ছন্দোদোষ ইত্যাদি অনেকগুলি কঠোর বন্ধনের মধ্যে আমার মত লোকের মনোভাব প্রকাশ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। ইতঃপূর্ব্বে অনেকেই পদ্যের এই দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অনেকগুলি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেগুলি সব সময় ভাল কি মন্দ, তাহা আমি বিচার করিতে প্রস্তুত নই, তবে আমি এটা ঠিক জানি, প্রয়োজনই আবিষ্কারের পূর্ব্বপুরুষ। আমার প্রয়োজন, মনের ভাব প্রকাশ করা, ভাষাটি পদ্যের ছাঁচে ঢালা। যদিও ইহাতে নিখুঁত পদ্য হইল না, তথাপি মনের ভাব ত প্রকাশ হইল, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি কবিতা লিখিতে বসি নাই, প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। যে যে ভাবগুলি মনের উপর ক্রমান্বয়ে ধাক্কা মারিতেছে, সেগুলি আমার সাধ্যাধীন ভাষায় প্রকাশ করিলাম। পাঠক ও সমালোচক এই প্রবন্ধটীকে পদ্য ধরিয়া আমাকে যেন হুদ্দার মধ্যে আনিবেন না; ভাবের ঘরে যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট দায়ী। পদ্যের দৃঢ়বন্ধনের শৈথিল্যের জন্য নহে।

আর একটি কথা—অবস্থায় পড়িয়া আপন মনোভাব

প্রকাশ করিতে গিয়া, হয়ত অনেকের প্রতি স্থানে স্থানে রূঢ় কথা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।" ইহাই আমার কৈফিয়ৎ। লোকের সুখ্যাতি করিতে পারিলে, মনে আনন্দ হয়; আর নিন্দা করিতে গেলে, মনে কষ্ট হয় বটে, তথাপি রূঢ় কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, কারণ যেমন বেয়াড়া রোগ, তার প্রতিকারের জন্য তেমনি কটু ঔষধেরও প্রয়োজন। কটু কথা প্রয়োগ ত প্রতিকারের জন্য, অপমান করা বা অযথা মনঃকষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে।

সত্য বটে, সর্ব্বদেশেই সর্ব্ব সময়েই ভাল ও মন্দ উভয়বিধ লোকেরই সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়, তবে যখন যে দেশে চরিত্রবান্, উচ্চমনা, নিঃস্বার্থপরোপকারী ব্যক্তির সংখ্যা সমধিক হয়—তখনই সেই দেশেই শান্তি বিরাজমান থাকে; আর যখন নষ্ট ও দুষ্ট লোকের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এখনও পূর্ব্বোক্তবিধ মহোদয়গণের অভাব নাই—তবে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের আধিক্যবশতঃ তাঁহারা আসর ছাড়িয়া নির্জ্জনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা মহান্, তাঁহারা আমার প্রণম্য।—আর যাহারা সমাজকে উচ্ছন্ন দিতে

বসিয়াছেন, তাঁহাদেরই চিত্র অঙ্কিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই দর্পণে অনেকের চরিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকেই শিহরিয়া উঠিতে পারে। হয়ত ইহাতে নিজ নিজ চরিত্রের প্রতিবিম্ব এবং বন্ধুবান্ধবের চরিত্রের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। তাহা দেখিয়া যদি সংশোধনের দিকে নজর পড়ে এবং অল্পবিস্তর সংশোধন হয়, তাহা হইলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

স্মরণ রাখিবেন অর্থ ই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু নয়। শান্তিই ভগবানের বিশিষ্ট দান।

আমি এই পুস্তক মধ্যে কয়েকখানি চিত্রও সন্নিবেশিত করিয়াছি; উদ্দেশ্য ভাবগুলি সম্যক্‌রূপে ফুটান। সে বিষয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র আমি নহি, খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীই সেই ধন্যবাদের অধিকারী,—ইহা তাঁহারই ন্যায্য প্রাপ্য।

সাধুসঙ্ঘ
মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা
রাখী পূর্ণিমা ১৩৩৬ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীতারকনাথ সাধু

হুদ্দাদার

(১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
নানা রূপে বেড়াও তুমি,
নানা রঙ্গ ভঙ্গ ক'রে।
কভু বন্ধু, কভু দ্বন্দ্বী,
কভু কর্ম্মীরূপ ধ'রে।
তোমার স্বরূপ, চিন্তে পারে,
সাধ্য আছে কার,
তোমার পায়ে নমস্কার

(২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার অসাধ্য কার্য্য,
দুনিয়াতে মিলা ভার,
তুমি যা'র চাপ ঘাড়ে,
প্রাণান্ত তার তোমার ভারে,
ঘোরাও তারে নানান্ ঠারে,
জীবন অতিষ্ঠ তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ধনী, মানী, বুদ্ধিমান্,
তোমার কাছে সব সমান,
নাইক কারো পরিত্রাণ,
সবার ভাঙ্গ অহঙ্কার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

ডাক্তার

(৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ডাক্তাররূপে যখন তুমি,
দাঁড়াও রোগীর সম্মুখে,
চৌদ্দপুরুষ ত্রস্ত, দেখে,
তীব্র তাড়ন দূর থেকে,
মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা,
ভগিনী, সঙ্গিনী তার
তোমায় পায়ে নমস্কার

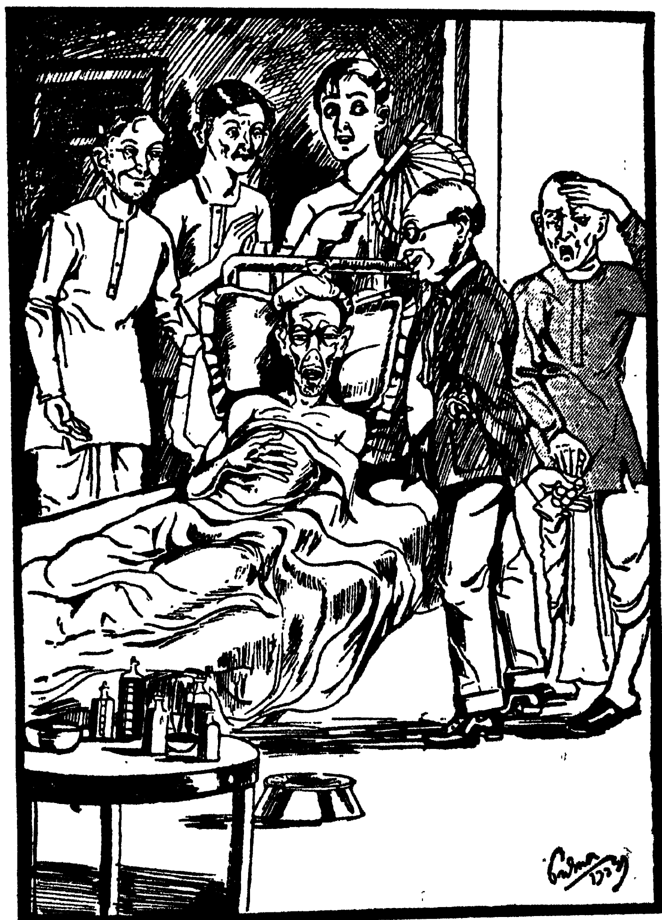
(৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সকলেই জোড় হস্ত, ব্যস্ত,
ত্রস্ত, তোমার সম্মুখে,
ভগবানের ঠিক্ নীচেই তুমি,
তোমার চেয়ে বড় কে !
তুমিই প্রভু রক্ষাকর্ত্তা,
তুমিই সবের মূলাধার
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার ।
মটর, জুড়ি, বসত বাড়ী,
অর্পি তোমার পদ্মপাদে,
যতই ফিজ্ দিক্ না কেন,
আঁটে না তোমার কিছুতে,
ত্রিতল বাড়ী, মোটর গাড়ী,
রোগীই বহে সবের ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

ডাক্তার



(৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার
তুমি যাবে সেয়ার হাটে,
ব্রিজ্ টেবলে, ঘোড়ার মাঠে,
কতই খরচ কর্চ্চ তুমি
এসেন্স আর চা, বিস্কুটে,
(রোগীর) হাতের শাঁখা,
লক্ষ্মীর টাকাই,
খরচা যোগায় তার,
তোমার পায়ে নমস্কার

(৮)

হুদ্দাদ্দার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
প্রাণান্ত বা সর্ব্বস্বান্ত,
রোগীর কাতর কান্না দেখে,
লক্ষ্মীকান্তে স্মরণ ক'রে,
হাস্‌তে থাক, আপনা থেকে,
অনেক কষ্টে, লঙ্ঘিয়াছ,
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ঘোষ সাহেবের শালা,
মিঃ বোসের খানসামা,
তাদের দেখেই সময় যায়,
দেখ্‌বে কখন বুড়ো মামা
গরীব পিসি থাকুন বাসি,
হাতে অনেক কাজের ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার যারা fac simile
বেড়ান তারা রিক্স চড়ি,
কেউবা H, P. কেউবা M. P.
কেউবা আবার ধন্বন্তরি,
তাঁদের কীর্ত্তি জগৎজোড়া,
তাতেই কত অহঙ্কার।
তাদের পায়ে নমস্কার।

উকীল

(১১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,

তোমার পায়ে নমস্কার।

তোমার ভ্রাতা, উকিল পুঙ্গব,

জ্ঞাতি-বিরোধ বেড়ান খুঁজে,

ভাবেন সদা লোক কি বোকা,

নিজের স্বার্থ চায় না নিজে,

ভগবানের শ্রেষ্ঠদান, চায় না সে

চুল-চেরা বিচার,

তোমার পায়ে নমস্কার ॥

উকীল



(১২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার হুদ্দোয় প'ড়লে পরে,
সর্ব্বস্ব শোষহ তার,
গাড়ী, জুড়ি, ত্রিতল হর্ম্ম্য,
সব চ'লে যায় চমৎকার,
জ্ঞাতি-গর্ব্ব কর্ত্তে খর্ব্ব,
নষ্ট সর্ব্ব আপনার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

কৌন্সুলী

(১৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
এদের যিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা,
প্রণাম তোমায় হে কৌন্সুলী,
মক্কেলকে বসাও পথে,—
সব সময়ে লম্বা বুলি।
নরসৃষ্টির বিষ্ণু তুমি,
কলির শ্রেষ্ঠ অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥


TIME IS MONEY

(১৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দাঁড়িয়ে এরা সেসন্ কোর্টে,
লম্বা লম্বা জেরার চোটে,
মক্কেলেরই গলা কেটে,
করেন কত অহঙ্কার,
এদের পায়ে নমস্কার ॥

(১৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যত পার, কর তর্ক,
নাই দিক্ জজ তাতে কান,
ফিজের চোটে সর্ব্বস্বান্ত,
পার্টির কণ্ঠাগত প্রাণ,
কেবল বল, সাক্ষী আন,
মামলা জেতার ভার "আমার"
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ফাঁসির হুকুম হ'লো তবু,
তোমার মুখে মিষ্টি হাসি,
জল্‌দি করে আপিল কর,
সোনা দানা লয়ে আসি।
কি করে, বেচারী (তখন)
বেচে গৃহিণীর অলঙ্কার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

এটর্ণী

(১৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সবার শ্রেষ্ঠ টুর্নি যাড়া,
ঘরের মাঝে থাকেন তারা,
সাত ডাকেতে দেন না সারা
কলম নিয়ে নাড়াচাড়া,
তাদের জোড়া মেলা ভার,
তাদের পায়ে নমস্কার ॥

(১৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দুর্গো পূজোর মর্‌সমেতে,
তাদের পোয়া বারো,
দলে দলে ঘুরছে ছোঁড়া,
যারে ধর্ত্তে পারো,
কাপ্তেনবাবু টাকার তরে,
তোমার ঘরে এলে পরে,
(হেসে হেসে) দক্ষিণান্ত কর তুমি তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥
"তোর বৌকে তোরে খাইয়ে
হ্যাদেখ মোর কলা ;"
"রামের টুপি শ্যামের মাথায়,"
দিচ্ছো ছুটি বেলা,
এমনি তোমার হাতের সাফাই,
তোমায় ধরে সাধ্য কার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

শিক্ষক

(২০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে,
হলে তোমার অধিষ্ঠান,
তোমার হাতে ছেলেদের,
ওষ্ঠাগত প্রাণ,
সরস্বতীর বর-পুত্র,
বিদ্যা-বুদ্ধির অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥



(২১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পুরাকালে টোলের পণ্ডিত,
তাঁরা, শিক্ষা দিতেন হিত,—
খেতে পর্‌তে দিতেন তাঁরা
এখন তাহার বিপরীত ;
শিক্ষার নামে অষ্টরম্ভা
খালি খোঁজ মাস্‌কাবার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(২২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
চোরাই শিক্ষায় ব্যস্ত এরা,
বর্ণ চোরা আম,
তবু্‌ এদের বেড়ে গেছে,
একশ, গুণ দাম,
এদের অসাধ্য কর্ম্ম,
জগতে কি আছে আর,
এদের পায়ে নমস্কার ॥

৩

(২৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পাঠের বেলায় অষ্টরম্ভা
ফরমাজ করে লম্বা লম্বা
শিখিয়ে তারে "রম্বা-যম্বা"
করই কত আব্‌দার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(২৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বাটীর মাষ্টাররূপে তুমি,
পেলে, কোথাও স্থান,
দুধের বাটি, চা কচুরি,
গুড়্‌গুড়িতে টান,
পড়ানোর সঙ্গে খোঁজ্ নাইক,
কেবল ফরমাজেতে সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

গুরু

(২৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কলির গুরু, অদ্ভুত জীব,
তোমার সমান কেবা আছে,
কতরূপে বেড়াও তুমি,
তোমায় চিন্তে কে পেরেছে,
সদাই তুমি হুকুম কর,
নিজেই ভাব সর্ব্বসার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(২৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ভবপারের তরী গুরো,
টিপ্ সিগারেটের শ্রাদ্ধ কর।
তুমি ঋদ্ধি, তুমি সিদ্ধি,
মোক্ষ তুমি আপনার,
তোমার কৃপায় ব্যাঙ্ক্ ফেল হয়,
দিনে গজায় জটার ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(২৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সম্মুখে দাঁড়াও যবে,
মোহন মূরতি ধরি'
নারীকুল টলমল,
নধর ওরূপ হেরি,
নরনারী মজাইতে,
মর্ত্তে তুমি অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥



(২৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
জায়া পুত্র আছে সবই,
তবুও তুমি সন্ন্যাসী,—
রজতের কমণ্ডলু,
গায় শোভে বেনারসী,
সোনার চস্‌মা চোখে,
এসেন্স গন্ধে মাতোয়ার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(২৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বিপদে অধীর নিজে,
পরের বেলা পরীক্ষা,
নিজের অতি অল্পজ্ঞান,
ব্যস্ত সদা দিতে দীক্ষা,
লক্ষ্য শুধু, পর-অর্থে,
দেবালয় প্রতিষ্ঠার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৩০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
শিষ্য বৃদ্ধি, প্রধান কর্ম্ম,
প্রতিষ্ঠান প্রধান ধর্ম্ম,
ত্যাগের বৃদ্ধি কর্‌তে নার,
ভোগের বৃদ্ধি কর সার,
সদাই তুমি ফিট্‌ফাট্‌,
দর্শন ডালি চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যখন তুমি চাপ ঘাড়ে,
মন্ত্রমুগ্ধ কর তারে,
সবাই দেখে মামদো ভূত,
শিষ্য দেখে মহেশ্বরে,
শিষ্য বলে ভীষ্ম তুমি,
সবাই বলে কুলাঙ্গার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর চেয়ে,
মান তোমার অনেক ভারী,
ইহকাল পরকাল,
সব কালের তুমি কাণ্ডারী,—
সে সব ছাড়ে, তোমার তরে,
তুমি লুণ্ট সবই তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তুমি লাগিয়ে দিলে তাক্,
অমনি সব দুনিয়া ফাঁক্,
তুমি বিনা এ জগতে
কেউ নাই আপনার।
তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই বিষ্ণু,
তুমি ভবে সর্ব্বসার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
হোক্‌গে মাতাল, হোক্‌গে দাঁতাল,
বেশ্যাসক্ত ঘোর লম্পট,
গুরু আমার, পুরুত আমার,
জ্ঞান কেবল দিতে চম্পট,
না জান ধর্ম্ম, না জান কর্ম্ম,
গ্রাস তুমি চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

পুরোহিত

(৩৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
হাল সময়ের পুরুত তুমি,
ব্যস্ত সদাই নিজ কাজে,
পিতৃশ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীপূজা,
সবেই তোমার অংশ আছে,
তুমি কৃষ্ণ, তুমি ব্রহ্মা,
ঋষি, রাজা একাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ঠাকুর-পূজা বাজে কাজ,
সরকারীতে লাভ ত আছে,
নিজের যাতে পেট্‌টা ভরে,
এ ছাড়া আর সব যে মিছে,
হোক্ না পূজা যেমন তেমন,
নিজের গণ্ডা বোঝ সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৩৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
আপনি গিয়ে নগ্‌দা কাজে,
ভাড়াটিয়া লোক ধরে'
চালাও তোমার নিত্য পূজা,
পুরাণো যজ্‌মানের ঘরে,
(তবে) কর্‌তে গিয়ে লক্ষ্মীপূজা,
মন্ত্র বলে শিব্‌পূজার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

পুরোহিত



(৩৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
জিজ্ঞাসিলে "এত শীঘ্র
পূজা সাঙ্গ কেমন ক'রে ?"
"রাস্তা চলি, মন্ত্র বলি,
তাই ফুরায়, ঠাকুর-ঘরে।"
উত্তরটি মুখে মুখে,
কথায় যেন ক্ষুরের ধার,
তোমার পায়ে নমস্কার

গোঁসাইজি

(৩৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কভু আবার গোঁসাইরূপে,
অপরূপ সাজে,
কর তুমি কৃষ্ণলীলা,
নারীকুল মাঝে,
শাল দোশালা গায়ে দিয়ে
সেবা দাসী সঙ্গে নিয়ে
রাধে রাধে বলি মুখে,
নৃত্য কর চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৪০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ক্ষীর, ছানা, মাখন খেয়ে,
নারীকুলের সেবা পেয়ে,
মানভঞ্জনের পালা গেয়ে,
কর্চ্চ সহর গুল্‌জার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৪১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কভু তুমি ফিটন্ চড়ি,
গ্রাণ্ড প্রোসেশন করে,
উড়িয়ে নিশান যাও গো পথে,
বাজনা বাস্থি করে,
যেখানেতে বিবিজান,
সেইখানেতে থামিয়ে যান,
নেচে নেচে কর গান,
তুমি ধর্ম্ম অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

ধর্ম্মধ্বজ

(৪২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কে বলেরে বাঙ্গালাদেশে,
ধর্ম্মকর্ম্ম গেছে ভেসে,
দেখে যারে, সর্ব্বনেশে,
গলি গলি অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৪৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কেউ বা স্বামী, কেউ আনন্দ,
সবার মুখে ছন্দোবন্দো,
থাকলেই বা মুখে গন্ধ,
সন্দ কেন কর তার ;
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৪৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দুচার পাতা গীতা পড়ে,
বুঝাও সবে উচ্চস্বরে,
পথে, ঘাটে, ট্রামে চড়ে,
বেদ-বেদান্ত তত্ত্ব-সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৪৫)

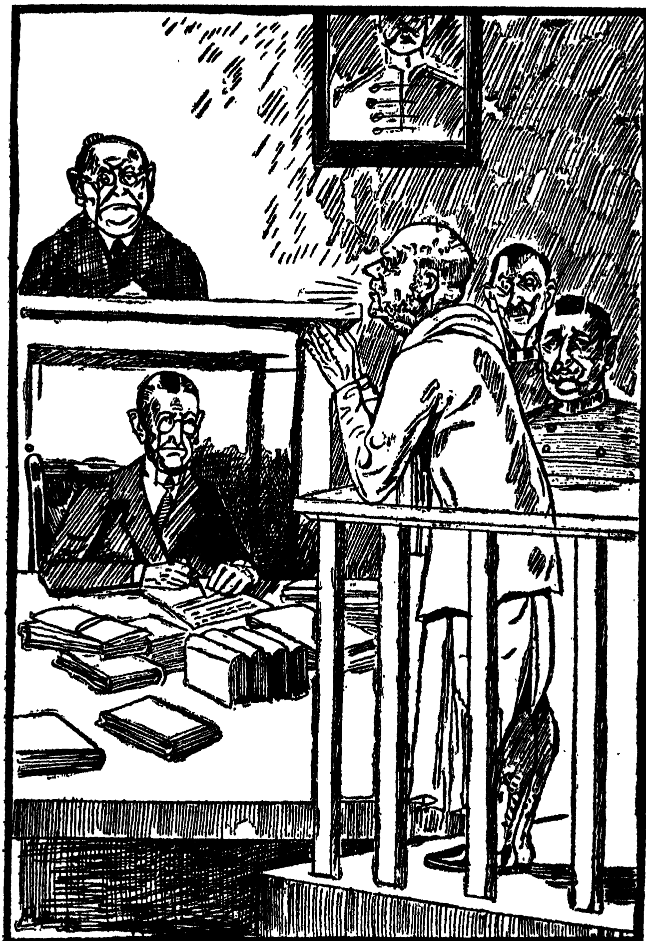
হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কভু হেরি গঙ্গা-তীরে,
আগুন জ্বেলে কর হোম,
মাঝে মাঝে ঘণ্টা নেড়ে
মুখে বল ববম্ বম্,
আবার হোমের ছাই নিয়ে করে
মন্ত্র পড়ি উচ্চস্বরে,
দিয়ে ফোঁটা কপাল জুড়ে
কর তুমি ভব পার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

সাক্ষী

(৪৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মোকদ্দমায় সাক্ষী তুমি,
জয়-পরাজয়, তোমার হাতে,
বিচারপতির বিচার তুমি,
কাউন্সেল, উকীল, তোমার তাঁতে,
ভাঙ্‌লে তুমি, সবই মাটি,
তুমি মামলার মূলাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

সাক্ষী



(৪৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বিচার শাসন এমনি গড়া,
তোমার উপর সবটি ছাড়া,
তোমার কথায়, রাত হয় দিন,
দিনে ফোটাও সাঁঝের তারা,
মামলাবাজের বাপ্ মা তুমি,
মর্ত্ত্যে সত্যের অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

দালাল

(৪৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
আদালতের দালাল তুমি,
বিবেকহীনের সখা,—
তোমার হাতে পড়্‌লে লোকে,
পোড়াও তাদের পাখা,
অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে—
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে,
শূন্য কর অন্তঃসার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

দালাল



(৪৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
একটি পয়সা ফি না নিয়ে,
প্রতিবেশীর স্বার্থ তরে,
কার্য্য কর কতই যেন,
আপন স্বার্থ দিয়ে ছেড়ে,
বড় উকীল জুটিয়ে শুধু,
তিনগুণ ফি দেওয়াও তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৫০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ভবের মাঝে স্বার্থশূন্য
তুমি ভিন্ন নাইক অন্য
সদাই ব্যস্ত পরের কাজে,
ছোট বড় সবার কাছে,
যাওয়া আসা অনিবার।
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৫১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মক্কেলেরা অবাক্ হয়ে,
তোমার পানে থাকে চেয়ে,
ভাবে মনে, তোমায় পেয়ে,
নিশ্চয় জিদ্ মামলা তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

দেশোদ্ধারক

(৫২)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার
পাড়ার গুণ্ডা, আমীর পাণ্ডা,
সবাই তোমায় ঘৃণা করে,
কথা কওয়া, দূরের কথা,
ভুলেও কভু নাম না করে,
(কেবল) ইলেক্‌সনেরপদপ্রার্থী,
তোমায় ধরেই হচ্চে পার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

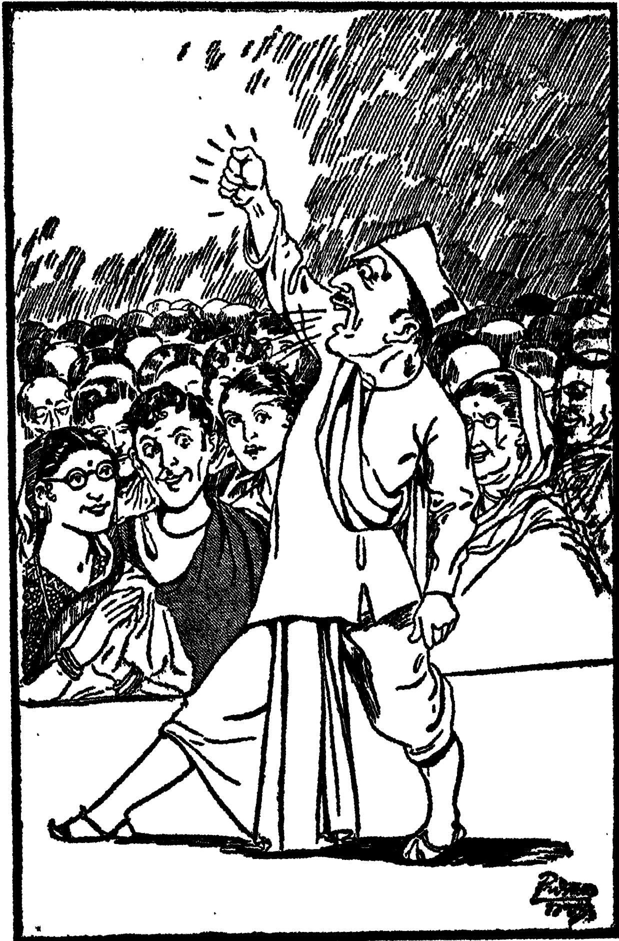
(৫৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পদপ্রার্থী বন্ধু, তখন,
রাস্তা চলেন গলা ধ'রে,
তোমা বিনা এ বিপদে,
কাণ্ডারী কে এ সংসারে,
এক কথাতেই হুশো চা'রশো'
পেয়ে কর দেশোদ্ধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৫৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ঝোপ বুঝে, কোপ মার,
জোরে চালাও কিস্তি,
দেশোদ্ধারক হ'য়ে পড়,
সবাই বলে স্বস্তি,
গুণ্ডা থেকে দেশোদ্ধারক,
এক লম্ফে সাগর পার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

দেশোদ্ধার



(৫৫)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
নিত্য নূতন পোষাক প'রে,
কতই কর লীলা খেলা,
যেখানেতে ছুঁচ চলে না,
সেথাও চালাও মস্ত শলা,
দেশের নামে, দশের কাছে,
গলাবাজি শুধু সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৫৬)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
বারোয়ারি পূজার ছলে,
চাঁদা তুলে কুতূহলে,
পাঁচ ইয়ারে মিলে জুলে,
আধেক সাবার কর তার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৫৭)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
ঠাকুর পূজায় চাল-কলা,
মাংস মোণ্ডা নিজের বেলা,
বাকি সবাই খেয়ে ঠেলা,
দিনে দেখে অন্ধকার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৫৮)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
স্বদেশী ব্যাঙ্ক খুলে আবার,
লুঠ্‌ছ টাকা হাজার হাজার,
বলিহারী বুদ্ধি তোমার—
পরের ধনে পোদ্দার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৫৯)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
স্বদেশী নামটী শুনে,
সবাই ভাবে মনে মনে,
ঘুচ্‌ল বুঝি এত দিনে,
সকল দুঃখ বাঙ্গালার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৬০)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
পরের টাকা পেয়ে হাতে,
স্ফূর্ত্তি করি দিনে রেতে,
দুদিন না যেতে যেতে,
কর তার সংকার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৬১)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
যার টাকা তারই গেল,
তোমার কি তায় ব'য়ে গেল,
মাঝে থেকে, তোমার হল,
বাড়ী, জুড়ী, মটরকার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৬২)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
দেশের ছুঃখে, তোমার চক্ষে,
সদাই ঝরে জল,
তাইতে খোল, লোন কোম্পানী,
আর দেশলায়ের কল,
লক্ষ টাকার সেয়ার বেচে,
সাজিয়ে আফিস চেয়ের কোচে,
হিসাব লিখে পেঁচে পেঁচে,
লিকুইডেসন্ কর তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

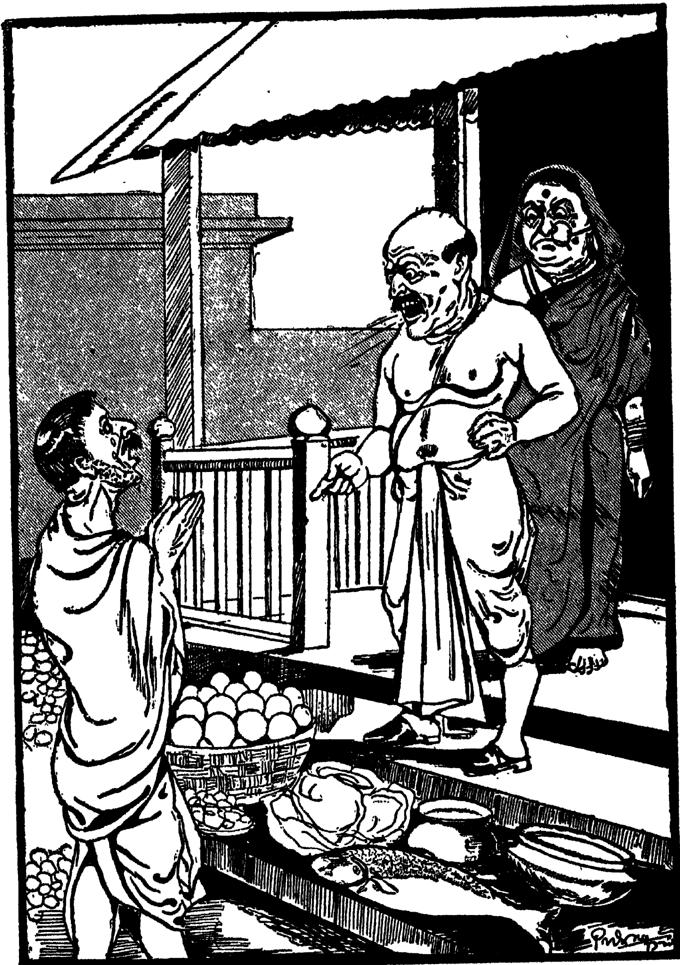
(৬৩)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার ।
খেয়ে দেয়ে মুখটী মুছে,
থাক তুমি মুখটী বুজে,
সেয়ার হোল্ডার টাকা গুঁজে,
পারণ, তখন করেন তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

বৈবাহিক

(৬৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মেয়ের শ্বশুর, বৈবাহিক,
মালিক তুমি হুনিয়ার,
রাখিলে রাখিতে পার,
বধিলে কে রাখে আর,
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ,
ভবনদীর কর্ণধার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥



(৬৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
চক্ষু লাল করিলে, তুমি,
দুনিয়া দেখি অন্ধকার,
বেয়ান যেমন চোখ রাঙ্গালে
শোধ তুমি ভবের ধার!
যা চাও তা' না পেলে পরে,
হই "ছোট লোক হতচ্ছার,"
গিন্নি সাথে যুক্তি করে'
বে'ইকে পাঠাও যমের দ্বার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৬৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার গুণে তুষ্ট সবাই,
বাপান্ত বই করে না,
আসল, সুদে, কড়াক্রান্তি
ফেরৎ দিতেও ছাড় না,
যেতেই হবে তোমার বাড়ী,
যতই মার পয়জার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৬৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কথায় তোমার, খৈ ফোটে ভাই,
তবুও কি দুঃখ দেখো,
শীতলাদেবী বেয়ান, তোমার
নাম রেখেছেন, "মেনীমুখো,"
এই যদি হয় মেনীমুখো,
তার উপর কি আছে আর,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৬৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
আকবরশার হুকুম, তবু,
মাঝে মাঝে হ'ত রদ,
তোমার হুকুম ঠেল্‌লে,
শেষে সবংশে হব বধ ;
আমার ছিদ্র অন্বেষণে,
তুমি সর্ব্ব জ্ঞানাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৬৯)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
যখন যা হুকুম কর,
তামিল তাই করতে হবে,
নইলে পরে, বৌয়ের ওপর
ছাড়বে ঝাল মিলে সবে।
উঠ্‌তে বস্‌তে যত পার,
সবাই মিলে ধরে মার,
অবশেষে কর তারে,
ভব নদীর পার ;
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৭০)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
বধূনির্য্যাতন:কালে,
পিতৃভক্ত সম রাম,
মাতৃ আজ্ঞায় পত্নী পীড়ন,
মাতৃভক্তির পূর্ণ-ঠাম।
মুখটী বুজে (ভিজে) বিড়াল সেজে
কর অমানুষিক অত্যাচার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

গ্রন্থকার

(৭১)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার
তোমার পায়ে নমস্কার।
আবার তুমি Author রূপে
নিজের কেচ্ছা নিজে লিখে,
কচি কচি ছেলেমেয়ের,
খাচ্চ মাথা, পরম সুখে।
তোমার লেখার প্রতি ছত্রে,
ছাই-কো-লজির গূঢ়-তত্ত্বে,
মাখামাখি নয়ক মিথ্যে,
বুঝে সাধ্য আছে কার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৭২)

হুদ্দাদার হুদ্দাদার

তোমার পায়ে নমস্কার।

আর্টের আবার দোহাই দিয়ে,

রং বেরঙ্গের কাগজ নিয়ে,

ন্যাংটা ছবির বাহার দিয়ে,

ছাপ্‌ছ নভেল মলাট সার,

তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৭৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,

তোমার পায়ে নমস্কার

তাতেও বিক্রি না হলে পরে,

সম্পাদকদের পায়ে ধরে,

লিখিয়ে লও লম্বা করে,

সমালোচন কতই তার,

তোমার পায়ে নমস্কার

(৭৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার
আছে বটে, প্রেমের কথা,
বৈষ্ণবের কবিতায়,
বিশুদ্ধ সে প্রেমকথা,
কামগন্ধ নাহি তায়,
তাদের দোহাই দিয়ে এরা
কাব্য লেখেন দিয়ে ঢেরা,
দেবত্ব হারায়ে হায়,
শেখায় শুধু পশ্বাচার,
তোমার পায়ে নমস্কার

সম্পাদক

(৭৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সকল পেশায় ধাক্কা খেয়ে,
জুটলে ছাপাখানার কাজে,
সম্পাদকের তক্ত পেলে,
গুরুর তরে তামাক সেজে,
লেখা পড়ায় অষ্টরম্ভা,
কাব্যজ্ঞানও চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৭৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
নূতন লোকের লেখা পেলে,
বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে,
এটা ওটা ফরমাজেতে,
ভূতের মত খাটাও তারে,
জিনিস্ কিন্‌তে দিয়ে তারে,
মূল্য দিতে ভুল্ তোমার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৭৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পয়সাওয়ালা লোকের বেলা,
সাপ্ বেঙ্ যা লিখুক্ না সে,
তোমার কাছে নাইক তফাৎ,
তাঁতে আর কালিদাসে,
চট্‌লে তুমি গরীব 'পরে,
নাইক আর রক্ষা তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৭৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
নেড়া নেড়ী হ'তেও ভীষণ
তোমার দলের সভ্য যারা,
নির্ধন লোকের মুণ্ড কাট,
ধনীর কাছে ভয়েই সারা,
তোমার চেয়ে চালাক যে,
নাইক স্থান, বাহিরে তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৭৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দেশের গণ্যমান্য যারা,
তোমার হাতেই জব্দ তারা,
মিথ্যা লিখে, বাজিয়ে কাড়া,
নিন্দা করা পেশা তোমার,
তোমার পায়ে নমস্কার

(৮০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
(আবার) লোক পাঠিয়ে জানাও তারে,
নগদ কিছু দিক্ তোমারে,
নইলে পাতবে ফালাও করে,
মিথ্যা কথার হাটবাজার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

ফিরিঙ্গী

(৮১)

হুদ্দাদার, হুদাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ষ্টেসনে, ফিরিঙ্গী, তুমি,
কালা আদ্‌মী দেখ্‌লে পরে,
"কেঁউ" ক'রে দাও তাড়া,
দাঁত খিঁচিয়ে হাত পা নেড়ে,
ব্যস্ত সদাই কর্ত্তে প্রমাণ,
(তুমি) দিশি নও, বিলাতের ঝাড়,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৮২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ষ্টেসনের পাশে কিংবা,
বৌবাজারে গলির স্তরে,
এদেশেতেই জন্ম, তবু,
ঘৃণা কর দেশীয়েরে,
সাহেবের প্রতি, ভক্তি অচল,
এ ন্যায়তত্ত্ব বোঝা ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥



(৮৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
জন্ম তোমার, যার জঠরে,
সেই মাতা, এই দেশের দাসী,
তবুও তুমি, ওপর ভেতর,
সেজে আছ ঘোর বিদেশী,
সাহেব্‌রাও যে ঘৃণা করে,
এই ত তোমার পুরস্কার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

পুলিশ

(৮৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার ।
পুলিশের লোকটি তুমি,
সদাই আছ টেরে বেঁকে,
জন্ম—উচ্চ, ভদ্র বংশে,
ভুলেছ চাক্‌রীতে ঢুকে,
চাক্‌রী যা তা ক্ষণভঙ্গুর,
তার জুলুমেই ট্যাকা ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৮৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ভুলে যাও যখন তখন,
ভগবানের রাজ্য এটা,
পরে কৈফিয়ৎ দিতে হবে,
তখন ঠেকাবে কেটা,
বসে এই তক্তাপোষে
যা ইচ্ছা কোরনা রোষে
মনে রোখো ওপর জনা
চেও তার দিকে একটীবার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

(৮৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দ্বিতীয় পক্ষের জায়া তুমি,
স্বামী তব অনুগত,
দাসানুদাসের ন্যায়,
সেবে পদ অবিরত,
তোমার হাতে আছে তার,
জীবন মরণ ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥



(৮৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বাপের বাড়ী চলে যাবে,
যখন তখন বল রেগে,
যদিও তা বিকায়ে গেছে,
তোমার জন্মের বহু আগে,
হুকুম মতন চল্‌লে জীবন,
নইলে ঘরে থাকা ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

বারবণিতা

(৮৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বারবণিতা সবার নেতা,
তোমায় রোখে সাধ্য কার,
যাহা ইচ্ছা কর তুমি,
ছুনিয়া দেখ ফক্কিকার,
যেমন তেমন ইচ্ছা করে,
ঘোরাও তুমি, শ্রেষ্ঠ নরে,
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেতে,
দাঁড়ায় সাধ্য আছে কার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

বারবণিতা



(৮৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
খেলার পুতুল তোমার হাতে,
হোক্ নাকো সে যতই বড়,
ইচ্ছামত খেলাও তারে,
নাচাও তুমি যত পার,
পেয়েছে রতন, তোমার মতন,
সবাই ভাবে সৌভাগ্য তার,
সৃষ্টি "তাহার" তোমার তরে,
বুঝায় তোমায় স্পষ্ট ক'রে,
বিধির লীলা বোঝা ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৯০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
অপেক্ষিয়ে এতকাল,
"তোমার" তরে বেশ্যাঘর,
সমর্পিয়ে দেহ "তোমায়,"
শেষ হ'ল তার তপস্যার,
তোমার জিনিস্ তুমি লয়ে,
স্বার্থক কর জনম তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(৯১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,

তোমার পায়ে নমস্কার।

এদের মায়ার এমনি মজা,

বন্ধনে ভাব মুক্তিরে,

এই অবস্থা পাবার তরে,

(ভাব) পুনঃ পুনঃ জন্মরে,

সদাই ভাব এই তো স্বর্গ,

অন্য স্বর্গ নাহি আর,

তুষ্‌তে তোমায় এ জগতে,

লভেছে সে জনম তার,

তোমায় পায়ে নমস্কার।

(৯২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যতই তারা পেষণ করে,
ভাব তুমি সুখের সার,
নির্য্যাতনে পাও আনন্দ,
নিষ্পেষণই স্বর্গদ্বার।
যতই তোমায় দোহন করে,
তারই তরে ইচ্ছা বাড়ে,
সদাই চেষ্টা তুষ্‌তে তারে,
ভাসিয়ে দিয়ে ত্রিসংসার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৯৩)

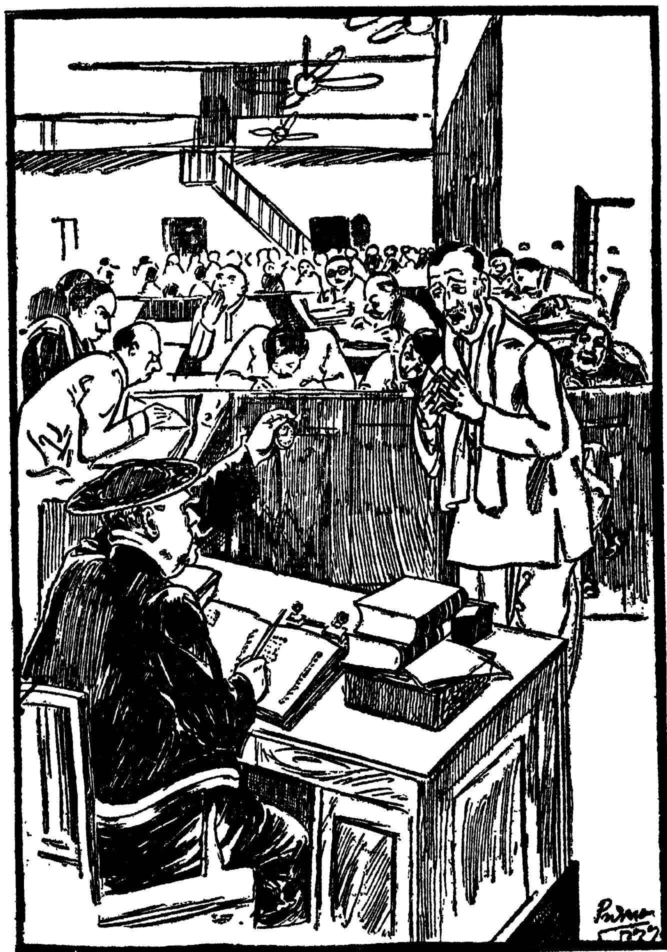
হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কুহকিনীর কুহক মায়ায়,
অস্থি-চর্ম্মসার তোমার,
তুমি ভাব, সুখে আছ,
চব্বিশ ঘণ্টা পুড়ে ছার,
যত পোড়, তার দহনে,
ততই ভাব মনে মনে,
স্বর্গ কি আর নূতন কিছু,
এই ত্রিদিবের মুক্ত-দ্বার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

বড়বাবু

(৯৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মার্চ্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু,
চাপকানেতে শোভ যবে,
তোমার প্রতাপ দেখে সেথা,
কেরাণীকুল সদাই কাঁপে,
অফিসের বাবুদের 'পর
অমানুষিক অত্যাচার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

বড়বাবু



(৯৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সাহেবের ইঙ্গিতেতে
কোন কাজে নয়কো পিছু,
ধর্ম্ম তোমার সাহেব-সেবা—
অন্য ধর্ম্ম নাইক কিছু,
নরক যেতে নাইক দ্বিধা,
মুখে ধর্ম্ম অনিবার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৯৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কেরাণীকুল কর্ত্তে জব্দ,
মর্ত্ত্যে তুমি অবতার,
গৃহিণীর-গুষ্টি দিয়ে বাদ,
সকলে সমান ব্যবহার,
সুবিধা পেলে জবাই করে,
মনে আনন্দ অপার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

করপোরেশন

(৯৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,

তোমার পায়ে নমস্কার।

করপোরেশন-নফর তুমি,

তোমার সমান কে জগতে,—

কড়ি কর টাকার তোড়া,

পাঁক, সোনা হয় তোমার হাতে,

রেট্-পেয়ারের তলব খেয়ে,

জবাই কর গলা তার,

তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৯৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমায় হাতে রাখ্‌লে পরে,
কি ভয় তায় আর অফিসারে,
অফিসারও হাতে তোমার,
তাহার আত্ম বন্ধু তরে,
তোমার রিপোর্ট সবার আগে
তুমি সবের মূলাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(৯৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মালিক তুমি জলের, পথের,
আলোকেরও মালিক তুমি,
রাজ্য তোমার বিল্ডিং আর,
পথের পাশের যত ভূমি,
কমিটি মেম্বর জানে
অর্থ তোমার ইসারার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
উপরওয়ালা মনিব তোমার,
কিংবা তুমি মনিব তার,
ব্যবহারে বা কাজকর্ম্মে
বুঝে উঠা বিষম ভার,
তুমি যে সন্ধান জান,
সিকি জানা নাইক তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
উপর ওয়ালার পড়্‌লে দায়ে
তোমার কাছে হত্যা তার,
আত্মীয় স্বজনের কাজে
উদ্ধার কর্ত্তা তুমি তার,
এসব কথা মনে করে,
চোখ্‌ রাঙ্গায় সাধ্য কার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

মালা

(১০২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
মালি, তুমি বাগানের
মালিক বলাও চল্‌তে পারে,
ভাল ফুলটি, ভাল ফলটি,
ভাল ঘরটিও তোমার তরে,
মালিক সে ত শুধুই নামে,
তুমিই দুয়ের তিনের অংশীদার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

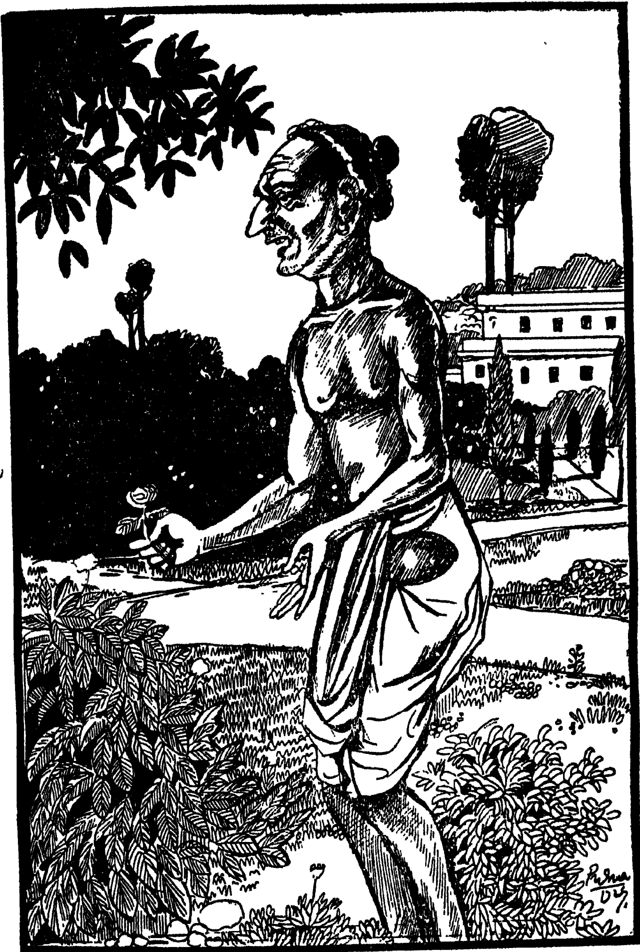
(১০৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার
বানরেতে বেগুন কাটে,
ফল সব খায় কাঠ বিড়ালে,
তোমার দাদাই জুটে যাবেন,
রেগে তোমায় তাড়িয়ে দিলে,
তিনি আবার লোক যে নূতন,
অন্ত তাঁহার পাওয়া ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১০৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার ।
সদাই বল মুখে
নাহি জানি ওসব কিছু,
ফল যদি খায় কাঠবিড়ালে,
ছুট্‌বো কি তার পিছু পিছু,
গুণ্ডি পানের পুঁট্‌লি গালে,
মরি মরি কি বাহার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

মালী



(১০৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ডাব পাড়িবার দরকার হ'লে
ডাক পাশের বাগের মালী,
সদাই বল চড়্‌তে পারে
গাছেতে ঐ মালীই খালি,
তোমার চেয়ে হারাম যে জীব,
জন্ম এখন হয়নি তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

মোড়ল

(১০৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পাড়ার মোড়ল মস্ত ঘোড়েল,
তুমি হে সবজান্তাওয়ালা,
কোন্ বিষয়, কোন্ শাস্ত্রেতে
অজ্ঞ বলে কোন্ শালা,
সর্ব্ববিদ্যা শিরোমণি,
ধনী সর্ব্ব ব্যবসার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দলের ঘোঁটের জন্মদাতা
স্রষ্টা গৃহ-বিবাদের,
ভোটের ঘাটে সহায় তুমি
কাণ্ডারী পদপ্রার্থীদের,
শ্রেষ্ঠ তুমি, জ্যেষ্ঠ তুমি,
নাইক কেবল লেজ্‌টী তোমার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
পিছে গালি পাড়ে বটে,
সামনে সবাই ভয়ে ডরে,
নির্ব্বাচনের সময় হ'লেই
সবাই তোমায় স্মরণ করে,
মর্ত্ত্যে তুমি, স্বর্গ রচি,
ভেল্‌কি দেখাও চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১০৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
জুয়াচোর, ফেরেববাজ,
ডাকু তুমি সব সময়ে,
ভোট যুদ্ধে কর্ণ তুমি,
প্রার্থী লোটায় তোমার পায়ে,
তুমিই শিক্ষা, তুমিই দীক্ষা,
ইঙ্গিতে ভিক্ষা দেয় তোমার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১১০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার কথায় উঠে বসে,
প্রার্থীর দল নির্ব্বাচনে,
ইঙ্গিতেতে দেয় দান,
লাইব্রেরীতে, অধিষ্ঠানে,
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ,
তুমি সবার মূলাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

নেতা

(১১১)

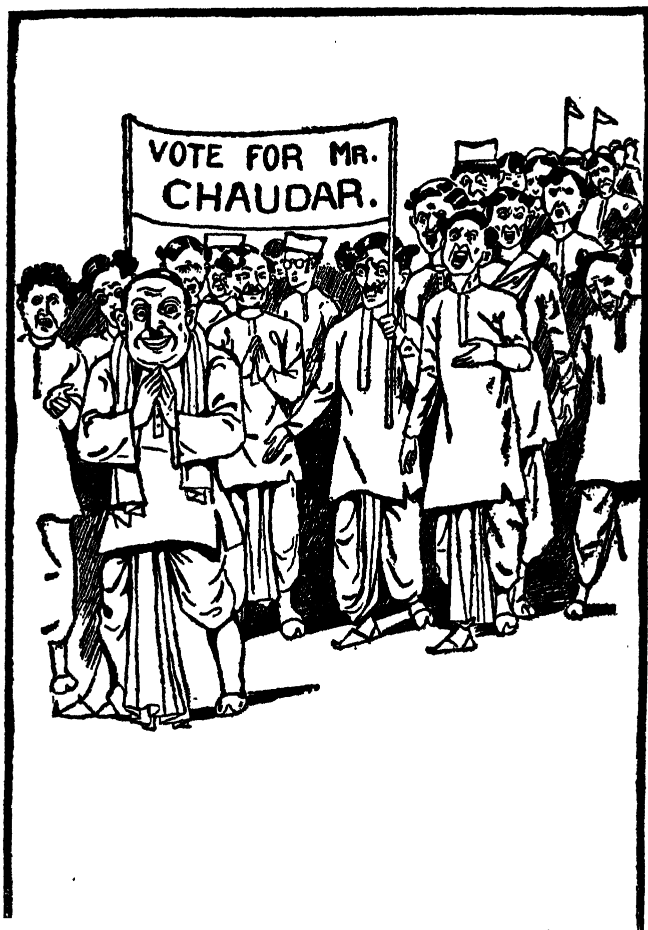
হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
দেশের নেতা, দশের মাথা,
একি তোমার ব্যবহার,
স্মরণ কি হয় ভোটের সময়
ঘুরেছিলে প্রতি দ্বার,
উঠলে, বস্‌লে, সবার কথায়,
নাচ্‌লে বাঁদর নাচের সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১১২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কাউন্সিলেতে সভ্য এখন,
তুমি এখন চিন্‌বে কারে,
দায়ে প'ড়ে সন্ধ্যা সকাল,
হাজির ছিলে সকল দ্বারে,
দিয়েছিলে যত আশা,
নাই কি মনে একটি তার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১১৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
নিজের কাজে বাড়ী বাড়ী
ঘুরে হ'ল পায়ে ব্যথা,
এখন বুঝি সেই কারণেই
শুনাও সবে ছুদশ কথা,
সবাই এখন আপদ বালাই,
এই কি তোমার ন্যায় বিচার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥


VOTE FOR MR.
CHAUDAR.

(১১৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যখন ছিলে ভোটের প্রার্থী,
ছিল না ত কোন লাজ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ
তোমার কাছে সমান সাজ,
আশার মদে মত্ত হ'য়ে
সেজেছিলে দাস সবার,
তোমায় পায়ে নমস্কার॥

(১১৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সব কথাতেই রাজী তখন
সৌজন্যেতে পরাৎপর,
কার্য্যশেষে নূতন বেশে
ঢুক্‌ছো এখন মিটিং ঘর,
যত তুমি ভুগেছিলে
মনে রেখে হিসাব তার,
এখন লহ নমস্কার॥

সমাজ-সংস্কারক

(১১৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সংস্কারকরূপে আবার,
দাঁড়াও যখন টেড়ে বেঁকে,
সদাই ছাড় পচাগন্ধ,
ভাঙ্গনে পাও পরমানন্দ,
গড়ার নামে অষ্টরম্ভা,
ভেঙ্গে সুখ পাও অপার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১১৭)

হুদ্দাদার,, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
চেঁচাও তুমি ষাঁড়ের মত,
মাসকাবারি মাহিনা ল'য়ে,
যখন যেটায় পাও সুবিধা,
সেই দিকে যাও তরী বেয়ে।
লম্বা চওড়া কথা আছে,
এটিই তোমার পুঁজির সার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১১৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
জমা তোমার অষ্টরম্ভা,
খরচের নাইক সংখ্যা,
পাওনাদারকে—সদাই স্তোক,
সুবিধা পেলেই কর্ব্ব শোধ,
খোঁজ সদাই হুজুক কিছু,
বেইমানিতে দেশোদ্ধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১১৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
লোকে যবে ভুখা মরে,
তোমার তখন পোয়া বারো,
লোকের দুখে তোমার সুখ,
স্বার্থসিদ্ধি সদাই কর,
রাতাবি ঘোড়া, ফুলের তোড়া,
গলায় মালা চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

(১২০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
লক্ষ লোকের দুঃখ হ'লে,
তবে তোমার সুখ মিলে,
ফাঁদ পেতে তাই ব'সে থাক,
লোকে যবে কঙ্কালসার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

(১২১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার, নাইক ধর্ম্ম, নাইক কর্ম্ম,
দেশের নামে সর্ব্ব কর্ম্ম,
এমন কুকর্ম্ম নাই
যাতে তুমি পিছুয়ার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১২২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
সমাজের কল্যাণ নামে,
কচ্ছ কতই অকল্যাণ,
ভালমন্দ নাহি বিচার,
কেবল নিজের কোলে টান।
খুজে বেড়াও খাদ্য তোমার,
যখন যেথায় দেখতে পাও,
সুবিধাবাদীর শ্রেষ্ঠ তুমি
তোমার বড় নাইক আর,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১২৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার
নিজের সংস্কার দিয়ে ছেড়ে
অন্য সবে সদাই রত,
নিজের ভাল কর্‌তে নার,
পরের মন্দ অবিরত,
সংস্কারের ছুঁতো ধ'রে
ছুৎমার্গ তোলপাড়,
তোমার পায়ে নমস্কার

(১২৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কবে দুর্ভিক্ষ হবে,
বন্যাতে দেশ ভেসে যাবে,
সদাই খোঁজ সেই সুবিধা,
সদাই চাও মন্বন্তর ;
একটা হুজুক্ পেলে পরে,
মন্‌টা খুব চাঙ্গা ক'রে,
গরীব গলায় চালাও ছুরী,
তোমার জুড়ি মেলাভার,
তোমার পায়ে নমস্কার

(১২৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বিদ্যাবুদ্ধি অষ্টরম্ভা,
সংস্কার নামে বাজাও ডঙ্কা,
নিজের ঘর গোল্লায় দিয়ে,
পরের ঘরে আনাগোনা ;
তোমার মতন মেকি রতন,
এ জগতে পাওয়া ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১২৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যখন তুমি Floater হ'য়ে,
ভাসাও নূতন কোম্পানী,
চুনো পুঁটির টাকা ল'য়ে,
চালাও নূতন তরণী,
দশের আর দেশের তরে,
পাঁচ শো টাকা মাহিনা ধ'রে,
দশটী টাকার চাকরী ছেড়ে,
হও কোম্পানীর কর্ণধার,
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১২৭)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
যতই, দেশে ধৰ্ম্মভাব তিরোভাব,
ততই তোমার প্রাদুর্ভাব,
তোমরা সকলে মিলে,
দেশটা কল্লে অস্থিসার ;
কলির মাহাত্ম্য অদ্ভুত,
তোমরা তার অগ্রদূত,
পাপের বোঝা পূর্ণ হ'লে,
পুড়ে হবে ছারখার।
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

বক্তা

(১২৮)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
আবার যখন বক্তারূপে,
দাঁড়াও তুমি সভাতে,
হাত পা ছুঁড়ে, নেচেকুঁদে,
মাতিয়ে তোল কথাতে ;
তোমার কথা শুনে যারা,
সবাই হ'য়ে আত্মহারা,
ভাবে তখন মনে তারা,
তুমিই সাক্ষাৎ অবতার !
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১২৯)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
ছেলেদের ত কথাই নাই,
স্কুল, কলেজ পালিয়ে তাই,
শুনে, তোমার কথার লড়াই,
ভুলে যায় পাঠাগার।
এই সুযোগে বল তাদের,
তোরাই আশা এ ভারতের
তোদের হাতেই দেশোদ্ধার।
তোমার পায়ে নমস্কার

(১৩০)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বড় গলায়, বল তুমি,
যাচ্ছিস্ তোরা গোল্লার ঘর,
তোদের ঐ গার্জ্জেনগুলো
আসল কাজে এম্নি ভুলো,
চাকরি করে নিজে মলো
ছেলের মাথা খাচ্চে তার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

(১৩১)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
বল তখন হেসে হেসে,
সত্যযুগ আন্‌বে দেশে,
সবার দুঃখ যাবে ভেসে,
গলায় পর্‌বে মুক্তাহার।
কেবল তোরা মাসকাবারে
কিছু কিছু দিস্‌ আমারে
আমি হব কমাণ্ডার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১৩২)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
কভু গিয়ে চটের কলে,
মিশে গিয়ে কুলির দলে,
বোঝাও তাদের ছলেবলে,
কর্ত্তাদের সব অবিচার,
তোরা যদি মাসেকতরে,
কাজকর্ম্ম বন্ধ করে,
বসে থাকিস্ আপনঘরে,
দেখবে তারা অন্ধকার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১৩৩)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তখন তোদের পায়ে ধরে,
ডাক্‌বে তারা আদর করে ;
মাইনে দিবে ডবল করে,
দেবে কত পুরস্কার।
সবে মিলে চাঁদা ক'রে
দে আমায় থলে ভ'রে
কর আমারে হাবিলার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

নিবেদন

(১৩৪)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমাদের কর্ম্মফলে,
সোনার বাঙ্গলা যাবে জ্বলে,
পুণ্যের ভারত যাবে,
অবশেষে রসাতলে।
ছাড় আত্মপ্রবঞ্চনা,
ছাড় অবৈধ ধনকামনা,
ভগবানে মনে রেখে,
নিজ কর্ম্ম কর সার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১৩৫)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
এখনও সময় আছে,
ত্যজ ধন লিপ্সা, বাজে ;
ধনে সুখ নাহি পাবে,
কর্ম্মভোগ মাত্র সার ;
আহরণে কষ্ট অতি,
রক্ষণেও নাহি প্রীতি,
বর্দ্ধনে শান্তির লোপ,
সদাই অশান্তি আধার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

(১৩৬)

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার,
তোমার পায়ে নমস্কার।
"ছাড় যদি দাগাবাজি,
শান্তি পেলেও পেতে পার।"
আঁখি ঠেরে মনকে কভু,
শান্তি কি লভিতে পার?
শান্তির সন্ধানে ধাও,
ধনমদ ছেড়ে দাও,
পেলেও পেতেও পার,
পাদপদ্ম অম্বিকার।
তোমার পায়ে নমস্কার॥

শিবমস্ত



গ্রন্থকার লিখিত অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে
সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকার মতামত

ভোলানাথের ভুল

মূল্য—দুই টাকা

বঙ্গবাসী—ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে দেশময় যে নাস্তিক্য-ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে—যাহার ফলে লোকে ইহকাল সর্ব্বস্ব ও টাকা সর্ব্বস্ব হইয়া অসুরে পরিণত হইতেছে তাহারই নিখুঁত চিত্র—মুন্সিয়ানার সহিত এই গ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন।

হিতবাদী—পুস্তকখানি সময়োপযোগী ও চিত্তাকর্ষক, ইহাকে একাধারে উপন্যাস, ডিটেক্‌টিভের গল্প ও নীতি-বিষয়ক পুস্তক বলিতে পারা যায়।

অর্চ্চনা—ইহার জ্বলন্ত চিত্রে সমাজের চোখ ফুটিবে। * *

ভারতবর্ষ—ইহা তাঁহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছে (গ্রন্থকারের) অচিরে বইখানি আদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

২। মেনকারাণী

স্ত্রীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস—মূল্য দেড়টাকা মাত্র

হিতবাদী—আমরা এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় কুলবধূগণকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি—**বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে**—নব বিবাহিতা বন্ধুপত্নীকে উপহার দেওয়া আজকালকার প্রথা হইয়াছে—আমাদের মতে পুস্তক-খানি ঐরূপ উপহারের সম্পূর্ণ উপযোগী।

বঙ্গবাসী—আমরা প্রত্যেক হিন্দু রমণীকে এই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে বলি। * * গ্রন্থকার অতি দক্ষতা সহকারে দেখাইয়াছেন **মেনকারাণীর** মত বৌ যদি হিন্দুর সংসারে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর সংসারে কোনও অভাব থাকে না। * *

ভারতবর্ষ—ঘরে ঘরে মেনকারাণী আবির্ভূতা হউন গ্রন্থকারও ইহাই কামনা করেন—আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সাধু গ্রন্থকারের এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

৩। ঋণমোক্ষ—মূল্য দুই টাকা।

হিতবাদী—কিরূপে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্কচরিত্র যুবকগণ পাপপঙ্কে নিক্ষিপ্ত হয় গ্রন্থকার এই পুস্তকে বেশ দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।—সর্ব্বোপরি ঘোড়দৌড়ের খেলায়,—লোকে কিরূপ পথের ভিকারী হয়—জুয়াখেলাতে আপনার সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও কেন জুয়ার আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেনা ··এইরূপ পুস্তক দ্বারা সমাজের সকল শ্রেণীরই প্রভূত উপকার হইবে।

৪। মহামায়ার মহাদান

মূল্য—দুই টাকা

সত্য ঘটনামূলক আখ্যায়িকা—পড়িতে পড়িতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন। মানুষ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাবে "যেন তেন প্রকারেণ 'অর্থ সংগ্রহকর" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ কি এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়—এবং অবশেষ কারাগারই তাহার শেষ আবাসস্থল হয় ইহাই গ্রন্থকার সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। হিতবাদী—এই পুস্তক উপন্যাস নহে, ইহাতে প্রেমিকার প্রেমালাপ নাই। এই পুস্তককে ঠিক গোয়েন্দার কাহিনীও বলা যায় না। তথাপি ইহা সুপাঠ্য ও মনোমুগ্ধকর। জুয়াচোরের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং ধর্ম্মের নামে কলিকাতায় কিরূপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—তাহাই দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ নাই।